গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদকের ৫ বছর জেল

মারামারি মামলায় গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুকে (৩৫) ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

দন্ডিত জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টু গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে এবং উপজেলা জাতীয় পার্টির (এরশাদ গ্রুপ) এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জানা গেছে, গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের ঈদগাহ কমিটি গঠণ নিয়ে ২০১৪ সালে চেংগাড়া বাজারের উপর প্রতিপক্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল বারীর লোকজনের সাথে সংঘর্ষ হয়। এঘটনায় আব্দুল বারী বাদী হয়ে জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুকে প্রধান করে ৮ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১৭২/১৪ ইং।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। মামলার ৫ জন আসামি জামিনে মুক্ত হলেও মিন্টুসহ তিনজন আসামি জামিন নেননি। পলাতক থাকায় আদালতে এই তিন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে।

মামলায় ৩২৬ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান আসামি মিন্টুকে ৫ বছরের কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে।

মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন ও রাস্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট সাথি বোস মিরা।

উল্লেখ্য, জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অপহরণ, চুরি, ডাকাতিসহ হাফ ডজন মামলা রয়েছে বলে থানা সূত্র জানিয়েছে।

মলিন প্রায় মুজিবনগর আম্রকানন ফিরে পাবে নব যৌবন

স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগরের আমবাগানের পরিচর্যা, রক্ষনা-বেক্ষণ ও উদ্ভিদ সমূহ সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে ৮৬ লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি আবেদন পাঠানোর পর গত ১৬ নভেম্বর কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক মুজিবনগরে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন।
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকাননে বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার গঠণের মধ্য দিয়ে এই মুজিবনগর আম্রকাননটি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিণত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে সারাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীসহ নানা বয়সী দর্শনার্থী আসেন। স্বাধীনতার তীর্থভূমি মুজিবনগরে গড়ে উঠেছে স্মৃতিশোধ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স। আর বিশাল আয়তনের এই আম্রকাননে জুড়ে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার নানা ইতিহাস।

তথ্যমতে, প্রায় ৩০ একর আয়তনের এই আম্রকাননে অতীতে ১২৬০ টি আম গাছ থাকলেও বর্তমানে গাছ রয়েছে ১১০৭ টি। আম্রকাননের অধিকাংশ গাছ শতবর্ষী হওয়ায় গাছগুলি মারা গেছে। দূর্বল হয়ে পড়েছে বেশ কিছু গাছ। এছাড়া আগাছা জন্মানো ও গাছের ঘনত্ব বেশী হওয়ায় পর্যাপ্ত পুষ্টিও পাচ্ছেনা গাছগুলো। এসব কারনে মনোমুগ্ধকর ও ঐতিহ্যবাহী বাগানটি তার সৌন্দর্য হারিয়ে দিন দিন মলিন হয়ে পড়েছে।

বাগানটির নানা দিক বিবেচনা করে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি একটি পরামর্শক কমিটি গঠণ করেন। পরামর্শক কমিটিতে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপরিচালক (ডিডি)’র নেতৃত্বে একটি পরামর্শক কমিটি গঠণ করা হয়। সেখানে বারাদী হর্টিকালচারের উপপরিচালক ও মুজিবনগর উপজেলা

নির্বাহী অফিসারকে সদস্য রাখা হয়। সেই কমিটির সদস্যরা সরেজমিনে পরিদর্শন করে গাছগুলোর যথার্থ পরিচর্যার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দুটি পরিকল্পনা দাখিল করেন।

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় রয়েছে স্থানীয় অর্থায়নে গোবর ও অন্যান্য জৈব সার প্রয়োগ করার কথা এবং দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তবায়নের লক্ষে আম্রকাননে উন্নত সেচ ব্যবস্থা সংযোজন, আগাছা পরিস্কার, সমন্বিত সার ও কিটনশক প্রয়োগসহ নানা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নে ৮৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা ব্যায় ধরা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক আম্রকাননটি ফিরে পাবে নব যৌবন। ইতোমধ্যে গত ১৬ নভেম্বর সকালের দিকে কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫ জন

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন গ্রেফতার হয়েছে।শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (২০ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত ২ টি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পদ মর্যাদা ভিত্তিক ৭ দিন ব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সদস্যদের পদ মর্যাদা ভিত্তিক ৭ দিন ব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স ৭ম ব্যাচ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে শনিবার (১৯ নভেম্বর) ৭ম ব্যাচের এই দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন,এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার। বাংলাদেশ পুলিশের ৩৫ জন নায়েক,কনস্টেবলদের মাঝে এক সপ্তাহ মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ৭ম ব্যাচের উদ্বোধন করা হয়।
এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), অপু সরোয়ার, প্রশিক্ষকবৃন্দ, আরআই, আরও-১, রিজার্ভ অফিস।

গাংনীতে অধ্যাপক আব্দুর রশিদ রচিত গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

গাংনীতে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে অধ্যাপক আব্দুর রশিদ রচিত “অগ্নি যুগের অগ্নিসেনা বিপ্লবীদের বীর গাঁথা” বইটির মোড়ক উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার রাত ৮ টার সময় গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে বইটির মোড়ক উন্মোচিত করা হয়। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক-পাঠক ফোরাম এই বই উৎসবের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক-পাঠক ফোরামের আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম।
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা একাডেমী শিশু সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক সহকারী অধ্যাপক

রফিকুর রশীদ।

প্রভাষক মুরাদ হোসেনের সঞ্চালনায় বই উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক,গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমীন ধুমকেতু,
গাংনী ডিগ্রী কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, বিশিষ্ট ছড়াকার ইয়াসিন রেজা, প্রভাষক রিয়াজ উদ্দীন, পথিকের পাঠশালার পরিচালক রফিকুল ইসলাম পথিক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যাপক আব্দুর রশিদ রচিত “অগ্নি যুগের অগ্নিসেনা বিপ্লবীদের বীর গাঁথা” কাব্যগ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করেন মেহেরপুর আহম্মদ আলী কলেজের প্রভাষক সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম বকুল।

উপস্থিত ছিলেন কাজীপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোকাদ্দেছুর রহমান, লুৎফুন্নেছা (গোপালনগর) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, করমদী কলেজের প্রভাষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, দেবীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম, বাদিয়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুকুল,গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা,বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, গাঁড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকিয়া আলপনা, বিশিষ্ট লেখক মজিবুর রহমান, বিটিভির কণ্ঠশিল্পী গোলাম আম্বিয়া প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মিডিয়া সাংবাদিকবৃন্দ।

এবার চাকুরী ও টাকা ফেরত পেতে বিদ্যালয়ের আয়ার আবেদন

জীবনের মূল্যবান সময় ২৬টি বছর চাকুরী করেও এমপিওভূক্ত কর্মচারী হতে পারেনি খাজিরন নেছা। তার শেষ সম্বল মাত্র ১০ কাঠা জমি ছিল, সেটিও বিক্রি করে ৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে প্রধান শিক্ষককে। বারবার আবেদন করেছেন। কিন্তু ছলে বলে আজকাল করে নিরাশ করেছেন প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ। অবেশেষে চাকুরী ও প্রধান শিক্ষককে দেওয়া ৬ লাখ টাকা ফিরে পেতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন দরিদ্র, অসহায় এই কর্মচারী।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী (আয়া) খাজিরুন নেছা গত (১৫ নভেম্বর) মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে এমন অভিযোগ এনে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগে তিনি বলেছেন, বর্শিবাড়ীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে ২০০২ সালে চতুর্খ শ্রেনীর কর্মচারী (আয়া) পদে আমি নিয়োগ পাই। কর্মজীবনে আমি নিষ্ঠার সাথে দায়ীত্ব পালন করে আসছি। আমার একমাত্র সম্বল ১০ কাঠা আবাদী জমি বিক্রি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যায় বাবদ প্রদান করি। অথচ বিদ্যালয়ের বয়স ২০ বছর হয়ে গেলেও প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ নানা তালবাহানা করে আমার নিয়োগ নিশ্চিত করেনি।

বিদ্যালয়টি ২০১৯ সালে জাতীয়করণ (এমপিভূক্ত) হয়েছে। পরে আমি তাকে আবারো বললে আমাকে নিয়োগ বৈধ করার জন্য নানা অজুহাতে ১ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক এখন পর্যন্ত আমাকে সরকারি ভাতাদী প্রাপ্তীর কোনো ব্যবস্থা করেনি।

আজকাল করে নানা তালবাহানা করে আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তার কাছ থেকে আমার দেওয়া ৬ লাখ টাকা ফেরৎ চাইলে দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং অকথ্য ভাষায় গালিগাল করেন। তাই বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় নিয়ে তার চাকুরী জাতীয়করণ করার ব্যবস্থা ও প্রদেয় টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করেন এই অসহায় নারী।

উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে নারী

কেলেংকারী, বিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ, ছাত্র ছাত্রীর টিউশন ফিস আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়রা তাকে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়াসহ লঞ্ছিত করার অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ডিজিটালাইজড ব্যবস্থা বিশ্বে সব কিছু সহজ করতে সহযোগীতা করছে- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, বর্তমান বিশ্ব সব কিছু সহজভাবে করতে সহযোগীতা করছে ডিজিটালাইজড ব্যবস্থা। বিশ্বে টেকনোলজিতে যে দেশ যত অগ্রসর সেই দেশ তত উন্নত। বাংলাদেশ ডিজিটাইলাইজেশনে অনেক উন্নত হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক কঠিন কাজকে আমরা সহজ করে ফেলেছি। কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা, গৃহ কলকারখানা সব কিছুই এখন ডিজিটালাইজড হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের উপরে বর্তমান সরকার ব্যাপক কাজ করেছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর তাদের ডিজিটালাইজড কর্মসূচি হাতে নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

আজ শনিবার (১৯ নভেম্বর) সকালের দিকে ‘উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে ২ দিন ব্যাপি ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উপলক্ষে আয়োজিত র্যালী শেষে সাংবাদিকদের দেওয়া প্রেস ব্রিফিং এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, সাবেক এমপি মকবুল হোসেনসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, ডিজিটালাইজেশনের কারণে অনিয়ম এবং দূর্ণীতি ব্যাপকভাবে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। দেশে এখন ই পাসপোর্ট হচ্ছে। ই- পাসপোর্টের মাধ্যমে ইমিগ্রেশনে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে। এতে সাধারনের ভোগান্তি কম হচ্ছে।

তিনি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের কয়েক শ সেবা জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও চাকুরির ক্ষেত্রে আবেদন, বাইরের দেশের সাথে যোগাযোগ, অনলাইনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বীল পরিশোধ, টেলিমেডিসিন, কৃষির সব ধরণের সমস্যার সমাধান অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে যে কোনো কঠিন ভাষাও এখন সহজ হয়ে গেছে। তাই ডিজিটালাইজেশন ব্যবস্থা তরুন প্রজন্মের কাছে এখন এক অপার সম্ভাবনা।

তিনি বলেন, মহিলা বিষয়ক, আইসিটি, টিটিসিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে এবং বিদেশে একটি সম্মানজনক কাজ করার পরিবেশ সরকার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই এসব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করার জন্য তরুণ প্রজন্মকে আহবান জানান মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

ডিজিটালাইজেশন কতটা ব্যপকতা লাভ করেছে ও আমাদের জীবনের জন্য তা জরুরী সেটা বুঝতে এবং বর্তমান ও আগামী বিশ্বকে চিনতেই তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল মেলার আসার আহবান জানান তিনি।

এর আগে শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি র্যালী মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালী শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, লিউজা-উল জান্নাহ, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ওবায়দুল্লাহ, টিটিসি’র অধ্যক্ষ আরিফ আহমেদ তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কর্রতৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ২৫ টি স্টল অংশ নিয়েছে। মেলা উপলক্ষে মালেশিয়াগামী ৬০০ জনকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনকৃত এই ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট রাজন আলীকে (২০) আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ২২ হোতাকে আটক করেছে। ফলে অনলাইন জুয়ার দূর্গ তছনছ হতে শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এসআই মনিনের নেতৃত্বে কোমরপুর বাজারের ফিলিং স্টেশনের কাছে থেকে পুলিশের যৌথ টিম তাকে আটক করে। তার কাছে থেকে একটি আইফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রাজন সরদার কোমরপুর গ্রামের ইমদাদুল হক ওরফে ইন্তা সরদারের ছেলে। রাজন রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট মেলবেট ও লাইনবেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে তার ফুফাত ভাই রোহান ওরফে ইয়েন, অর্নব আহমেদ, নুরপুরের আসিফ হাসান। তার চ্যানেলের নাম মেলবেট রাজন নাগাদ ও মেলবেট রাজন বিকাশ।

জানা গেছে, রাজন আলী সরদারের বাবা ইন্তা সরকার ৩ বছর আগেও স্বর্ণকার হিসেবে সোনার গহণা তৈরি করতো। করোনার শুরুর দিকে যখন অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হয় তখন মেলবেটের একটি চ্যানেল নিয়ে কাজ শুরু করে রাজন আলী। তারপর থেকে তাকে আর পেছনে ফিরে

তাকাতে হয়নি। এর পর কোটি টাকার উপরে বিনিয়োগ করে চোখ ধাঁধানো ডেকোরেশন দিয়ে গড়ে তোলেন রোহান জুয়েলার্সসহ তিনটি জুয়েলারি দোকানের মালিক। প্রায় ১১ লাখ টাকা মূল্যের দুটি মোটরসাইকেল কিনেছেন। যখন যেটা মন চাই তখন সেটা ব্যবহার করেন।

এদিকে, মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়ায় অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে পাচার করছেন কোটি কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার নামের এক ইউপি সদস্য। তিনি মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য এবং কোমরপুর গ্রামের বাসিন্দা। আনোয়ার হোসেন নামের আরো এক বিকাশের সাবেক কর্মী। তিনি গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সেগুলো পাঠকদের সামনে তুরে ধরবে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার সংবাদ নিয়ে ইতোমধ্যে জামান উদ্দিন, নরুল ইসলাম ও মাদার আলীর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সম্পদের সকল তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসে পৌছেছে। পরবর্তিতে তাদের সম্পদের খবরও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।
মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ২২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ নিচের লিঙ্কগুলোতে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

ডাক্তার লিটনের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিচ্ছে রোগী

তিনি সার্জারী ডাক্তার নন। সার্জারী করার বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণও নেই তার। অথচ, সরকারি দায়ীত্ব ফাঁকি দিয়ে নিজের ক্লিনিকে প্রতিদিনই করছেন নানা ধরণের জটিল রোগের অপারেশন।

ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী নচিকেতার গাওয়া সেই বিখ্যাত ‘ও ডাক্তার’ গানের বাস্তবতা মিলেছে পেশাগত চরিত্রে, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্রেষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন শুধুমাত্র একজন এমবিবিএস হলেও এনেসথেসিয়া চিকিৎসক বাদেই একাই মহিলাদের সিজারসহ জটিল রোগীদের অপারেশন করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

তার নিজস্ব ক্লিনিক ‘আমঝুপি জাহানারা ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমেই’ করে থাকেন জটিল রোগের অপারেশন কার্যক্রম। চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের অপচিকিৎসার স্বীকার তার নিজ গ্রামের হতদরিদ্র তারিক আজিজ লিটন। মেহেদী হাসানের অপচিকিৎসায় তারিক আজিজ লিটন প্রানে বেঁচে থাকলেও যুদ্ধ করছেন রোগের কাছে।

তারিক আজিজ জানান, সম্প্রতি আমার পেটে যন্ত্রণা উঠলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হই। সেখানে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে আমার এ্যাপান্ড্রিক ধরা পড়ে। জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক আমাকে দ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন আমার গ্রামের ছেলে হওয়ায় আমি তার পরামর্শ নিই। সে আমাকে তার নিজ ক্লিনিক জাহানার ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমে আসতে বলেন। আমি সেখানে গেলে বেশ কয়েকটি টেষ্ট করে। পরে রিপোর্ট দেখে অতিদ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন। আমি তার কথামত রাজি হই। তার সাথে অপারেশন বাবদ ১২ হাজার টাকা চুক্তি হয়। সেখানে বলা হয়েছে বাইরের ডাক্তার আসবে, এবং ওষধপত্র দেবে। তার নিজের ক্লিনিকে ৯ নভেম্বর আমার অপারেশ করা হয়। অপারেশন করার সময়

মাত্র একজন নার্স নিয়ে চিকিৎসক মেহেদী হাসান একাই আমার অপারেশন করেন। দুই ঘন্টা যাবৎ আমার অপারেশন করেন মেহেদী হাসান। পরে আবার সেলাই দিয়ে বলে আমার পেটে আরো জটিল রোগ আছে। দুটো অপারেশন করতে হবে এমন কথা বলে বাড়ি ফিরিয়ে দেন চিকিৎসক মেহেদী হাসান। তার সাথে ১২ হাজার টাকার চুক্তির বিপরীতে কৌশলে সে প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে সে।

বাড়ি ফিরে এসে আমার পেটের যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। পরে ঢাকার ইসলামিক ব্যাংক হাসপাতালে গেলে কয়েকটি টেষ্ট করেন সেখানকার চিকিৎসকরা। সেখানে এ্যাপান্ডিক হয়েছে বলে জানিয়ে অপারেশন করার পরামর্শ দেন। পরে ২৯ অক্টোবর সেখানেই অপারেশন করি।

অপারেশন করতে গিয়ে সেখানকার চিকিৎসকরা জানান আমার পেটের মধ্যে নাড়ি-ভুড়ি ওলট পালট করে রেখেছে। এজন্য আমার এতো কষ্ট হয়েছে। সেখানে অপারেশন করে বাড়ি ফিরেছি। এখন আমি প্রাণে বেঁচে থাকলেও ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি। তবে, তার সুস্থ্য হতে গিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলেও জানান অসহায় তারিক আজিজ লিটন।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিদিনই মেহেদী হাসান লিটন তার ক্লিনিকে মহিলাদের সিজারিয়ানসহ সকল ধরনের জটিল রোগের অপারেশন করছেন। তার অপচিকিৎসায় এলাকায় অনেক এখন মৃত্যুর মুখে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেহেদী হাসান লিটন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। সপ্তাহের তিন দিন জেলা কারাগারের চিকিৎসক হিসেবে সরকারি দায়ীত্ব পালন করেন। বাকি তিনদিন রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে।

জেলা কারাগারের একটি দায়ীত্বশীল সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এর মত বাজে মেডিকেল অফিসার আমার জীবনেও দেখিনি। সে তার দায়ীত্ব ঠিকমত পালন করেন না। এই সপ্তাহে তার তিন দিন ডিউটি থাকলেও এসেছে ২ দিন। একদিন ফাঁকি দিয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মকলেছুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে মেহেদী হাসান লিটন জেলা কারাগারে দায়ীত্ব পালন করছেন। রাতে জেনারেল হাসপাতালে তার ডিউটি আছে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে সে ডিউটি পালন করছে কিনা খোঁজ নিলে তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার কারাগারে ডিউটি পালন করেনি। পরে তার নিজ ক্লিনিক আমঝুপিতে জাহানারা ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমে গেলে তাকে দেখা যায় চিকিৎসায় ব্যস্ত রয়েছেন।
একজন সাধারণ এমবিবিএস চিকিৎসক এনেসথেসিয়া বাদে কোনে অপারেশন করতে পারেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনেসথেসিয়া কনসালটেন্ট মশিউর রহমান মোল্লা বলেন, সার্জারীর সময় অবশ্যই একজন এনেসথেসিয়া থাকতে হবে। এনেসথেসিয়া চিকিৎসক না থাকলে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর ঝুঁকি থাকে। অপারেশন করার সময় একজন রোগীর প্রেশার নীল হয়ে যেতে পারে। শ্বাসকষ্ট বাড়ে এবং হার্ট এ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলো ম্যানেজ করার জন্যই সার্বক্ষনিক এনেসথেসিয়া থাকতে হবে। এছাড়া সার্জন ছাড়া কোনো রোগীর অপারেশন করা সম্ভব নয়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, মেহেদী হাসান লিটন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের সরসরি চিকিৎসক নন। করোণাকালিন সময়ে বিভিন্ন হাসপতাল থেকে এনে আপাদকালিন সময়ে সংযুক্তি করা হয়েছিল। এদের নিয়ন্ত্রণ করেন সিভিল সার্জন সাহেব। ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন শুধুমাত্র জরুরী বিভাগে দায়ীত্ব পালন করে থাকেন। তিনি বলেন, কোনো সরকারি ডাক্তার নিজে ছুটিতে থাকলেও সরকারি অফিস চলাকালিন সময়ে কোনো ক্লিনিক বা অন্য কোনো খানে প্র্যাকটিস করতে পারবেনা। এটা বিএমডিসির নিয়ম।

এব্যাপারে অভিযুক্ত চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের সাথে মোবাইল একাধিকবার যোগাযোগ করার পর ফোন রিসিভ করলেও সাংবাদিক পরিচয় দিতেই কলটি কেটে দিয়ে ফোন বন্ধ রাখেন।

মেহেরপুর গড়পুকুরের উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর গড় পুকুরকে বিনোদন স্থানে হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে

পাইলিং এর কাজ উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন। শুক্রবার দুপুরে দৃষ্টিনন্দন গড় পুকুরের কাজের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন,আমাদের মেহেরপুর পৌরসভার গড়পুকুর নামে পরিচিত এই গড়পুকুর মেহেরপুর এবং মেহেরপুর পৌরসভার ঐতিহ্য। মানুষ সারাদিন কাজকর্ম শেষে একটি সময় ছিল ঘুরতে আসতো বেড়াতে আসতো পরিবার-পরিজন নিয়ে বাদাম খেতে আড্ডা দিতে বাচ্চারা এসে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতো। বিগত দিনে এই মেহেরপুর পৌরবাসী এই বিনোদনের জায়গাটাকে আনন্দের জায়গাটাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অসৎ উদ্দেশ্যে নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থে এটাকে নষ্ট করা হয়েছিল। এই গড় পুকুরের পাশ দিয়ে মাছের আড়ৎ এবং এই আড়ৎ গুলো করা হয়েছিল মসজিদের সামনে সেই সময় পৌরবাসী প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু এই প্রতিবাদে সাড়া দেয়নি তৎকালীন মেয়র এটাকে মাছের আড়ৎ করেছিল এবং এই পরিবেশটাকে জরাজীর্ণ একটি ডাস্টবিনে পরিণত করেছিল। মানুষের বিনোদন জায়গাটাকে নষ্ট করা হয়েছিল।

২০১৭ সালে নির্বাচনে আসার পর নির্বাচন ইস্তাহার দেওয়া হয়েছিল আমরা এই গড়পুকুরকে এই পৌরবাসীর একটি বিনোদন জায়গা গড়ে তুলবো এবং মেহেরপুর জেলাবাসীর জন্য একটি বিনোদনের জায়গা গড়ে তুলবো আমরা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে টেন্ডার করতে সক্ষম হয়েছি প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে। বিভিন্ন বাধা বিঘ্নের কারণে আমরা এই কাজটা শুরু করতে পারেনি আপনাদের দোয়ায় বিপুল ভোটে আমাকে বিজয়ী করেছেন আমরা আবার আপনাদের এই অসমাপ্ত কাজ শুরু করে দিয়েছি আমাদের কাজ যে গতিতে আছে ইনশাল্লাহ এক মাসের ভেতরে একটি দৃশ্যমান কাজ আমরা পৌরবাসীকে দেখাতে সক্ষম হব।

আমার বিশ্বাস এই খুলনা বিভাগে এবং বাংলাদেশের ভেতরে খুব কম জেলাতে এরকম জিনিস আছে যেটা মেহেরপুর পৌর বাসী পেতে চলেছে। এ সময় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।